সমৃদ্ধি বার্তা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ) এর সহায়তায় ও কোস্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত কুতুবদিয়া উপজেলার উত্তর ধুরুং ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** (ENRICH) কর্মসূচির মাসিক প্রকাশনা।

৭ম বর্ষ, ৭৪ তম সংখ্যা মে' ২০২২

আবু তাহের এর পরিবারে বিকল্প আয় যুক্ত হওয়ায় সুখের প্রয়াস

কুতুবদিয়া উত্তর ধুরুং ইউনিয়নে পল্লী র্কম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে উত্তর ধুরুং ইউনিয়নের ৫০ টি বাড়ি সমৃদ্ধি করা হয়। উক্ত ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের ছাটি পাড়া গ্রামের এ রকম ১টি বাড়ির মালিক আবু তাহের (৫৭) তাহার ৬ছেলে ৪ মেয়ে নিয়ে পিতা/মাতাসহ মোট পরিবারের ১২ জন সদস্য নিয়ে তাহার পরিবার।

ছবি সংগ্রহে: মোহাম্মদ রশিদ- তারিখ: ২৬/০৪/২০২২ ইং

পরিবারের ৩ ছেলে ২ মেয়ে অধ্যায়নরত রয়েছে। বর্তমানে বড় দুই ভাই বিয়ে করে সাথে আছেন। আবু তাহের নিজে বৃদ্ধ হওয়ায় তেমন কোন কাজ করতে পারে না। তাহার বড় দুই ছেলে একমাত্র আয়ের উৎস, বড় ছেলে সাগরে মাছ ধরতে যায় এবং লবণের মাঠের সময় লবণ মাঠে কাজ করে, মেজ ছেলে একটি বেসরকারী সংস্থায় চাকরি করে সংসার চালায়। পরিবারের দুই ছেলের আয়ের উপর নির্ভর করে সংসারে শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য, বস্ত্র যোগান, এবং বড় কোন খরছ সামাল দিতে গিয়ে মানুষের কাছে ধার করতে হয় তাহার পরিবারকে। আজ থেকে প্রায় ৪ বছর পূর্বে তাহার পরিবারের পাশে গিয়ে সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা- বাড়ির মালিকের সাথে কথা বলে সমৃদ্ধি বাড়ি করার পরিকল্পনা গ্রহন করেন। এবং তার দিক নির্দশনায় বর্তমানে এ বাড়িটি সমৃদ্ধি বাড়িতে রুপান্তরিত হয়েছে। তাহার স্ত্রী আনোয়ারা বেগম বর্তমানে বিকল্প আয় করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে-তিনি বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজিচাষ,ভার্মিকম্পোস্টপ্লান্ট,বাড়িতে হাঁস/মুরগী পালন,ফলের গাছসহ বিভিন্ন রকমের সবজী চাষ এবং গাভী পালন করেন। পাশা পাশি স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট সহ বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করেন। বাড়ীর আঙ্গিনায় পুকুরে মাছ চাষ করে এবং সবজী চাষ করে আনোয়ারা বেগম ধীরে ধীরে বাড়ির মালিকসহ সকলে মিলে লক্ষ্য অর্জনে কাজ করতে থাকেন। এছাড়াও আবু তাহের নিজে ২ বছর পূর্বে ১ গাভী নিয়েছিলেন, বর্তমানে তাহার ৩টি গরু রয়েছে। এ কার্যক্রমে কোস্ট ফাউন্ডেশন হতে বিভিন্ন উপকরণ নিশ্চিত করণে কিছু আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। বর্তমানে উক্ত পরিবারে -শাক সবজি, মাছ, দুধ বিক্রয় করে অতিরিক্ত প্রতি মাসে ৩০০০/৪০০০ হাজার আয় যুক্ত হওয়ায় তাহার পরিবারে সবাই খুশির সাথে জীবন যাপন করছে। পাশাপাশি নিয়মিত পুকুরের মাছের মাধ্যমে পরিবারে আমিষের অভাব পূরন হচ্ছে, এবং বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজ্বী চাষ হতে বিষমুক্তসবজি ও ফল খেয়ে তাদের চাহিদা পুরণ করছে। এছাড়াও আগামী কুরবানের ঈদের সময় ১টি গরু বিক্রি করে নতুন করে আরো ১টি গাভী কিনার চিন্তা করছেন। সর্বশেষে তাদের পরিবার হতে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তাসহ কোস্ট পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

স্যাটেলাইট ক্লিনিক হতে সেবা নিয়ে সুস্থ জান্নাতুল ফেরদৌস (৩০)

সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত ১নং উত্তর ধুরুং ইউনিয়নের মসজিদ পাড়া গ্রামের ৮নং ওয়ার্ডে বসবাস করেন জান্নাতুল ফেরদৌস, তিনি পেশায় গৃহিনী এবং স্বামী জিয়াবুল হক তিনি দিনমজুর কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাহার ১ ছেলে ২ মেয়ে সহ মাতা/পিতা সহ মিলে মোট ৭ জন সদস্য নিয়ে তাহার পরিবার। তাহার ১ মাত্র ছেলে বর্তমানে ৫ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত রয়েছেন, ১ টা মেয়ে ২য় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত রয়েছেন, ছোট মেয়ে এখনো স্কুলে যাওয়ার বয়স হয় নাই। তাহার পিতা/মাতা বৃদ্ধ অবস্থায় জীবন যাপন করছেন। একমাত্র স্বামী জিয়াবুল হক তিনি আয়ের উৎস। একমাত্র তাহার আয়ের উপর সংসারের যাবতীয় খরছ চালিয়ে সবার শিক্ষা, চিকিৎসার খরচ বহন করতে হিমশিম খেয়ে যায়, যার কারনে

ছবি সংগ্রহে: মো: দিদারুল ইসলাম- তারিখ: ০৭/০৪/২০২২ ইং

অনেক সময় দেখা যায় পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে এলাকার দোকান থেকে ঔষুধ সেবন করে, কোন সুফল না পেয়ে মসজিদ পাড়া গ্রামের আমাদের স্বাস্থ্য পরিদর্শক দিলরুবা বেগম খানা পরিদর্শনে গেলে জান্নাতুল ফেরদৌস নিজে অসুস্থ হয়ে ৩ দিন যাবৎ হয়ে পড়ে আছে। জান্নাতুল ফেরদৌস থেকে জানতে চাইলে তিনি জানান প্রায় সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন নিজে, ভালো কোন ডাক্তার দেখানোর মতো সুযোগ নাই, এবং মেডিক্যাল গেলে অনেক দূর, তাছাড়াও টাকা পয়সার একটা ব্যাপার আছে। যার কারণে স্থানীয় ঔষুধ এর দোকানে থেকে কিছু ঔষুধ নিয়ে সেবন করে বলে জানান। উক্ত চিকিৎসায় শারীরিক কোন উন্নতি না হলে, অভাবের সংসারে নিত্যদিনের খরচ মিঠিয়ে ভালো কোন ডাক্তার দেখাতে না পেরে বেশী অসুস্থ পড়েন জান্নাতুল ফেরদৌস এবং স্বামী জিয়াবুল হক চিন্তায় পড়ে যায়। এই সময় কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচির ৮নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য পরিদর্শক- দিলরুবা বেগম- তাহাকে আমাদের কোস্ট ফাউন্ডেশন (এম,বি.বি,এস) চিকিৎসকের দ্বারা পরিচালিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে যাওয়ার পরার্মশ দেন। পরার্মশ অনুযায়ী জান্নাতুল ফেরদৌস গত ০৭.০৪.২০২২ ইং তারিখ তাহাকে স্বামী জিয়াবুল হক স্যাটেলাইট ক্লিনিকে নিয়ে আসেন। স্যাটেলাইট ক্লিনিকে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা: নাঈমা তাবাসসুম (রনি) জান্নাতুল ফেরদৌসকে দেখে কিছু ঔষুধ ও পরার্মশ মূলক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। গত ২৭/০৪/২০২২ ইং তারিখ তাদের এলাকায় খানা পরিদর্শন করতে গিয়ে, অসুস্থ জান্নাতুল ফেরদৌস এর শারীরিক অবস্থার খবর নেওয়া হয়। খবর নিয়ে দেখা যায় তাহারা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ি নিয়মিত ঔষুধ সেবনে সুস্থ হয়ে ওঠেন। চিকিৎসা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতি এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শক দিলরুবা বেগম এর প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করেন।

বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্প হতে চিকিৎসা সেবা নিয়ে সুস্থ আজিজা বেগম (৩৫)

সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়নের নয়া পাড়া গ্রামের ৭নং ওয়ার্ডে বসবাস করেন আজিজা বেগম, সেই নিজে গৃহিনী স্বামী কাইছার হামিদ তিনি পেশায় জেলে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের পরিবারে ২ মেয়ে ১ ছেলে নিয়ে মোট সদস্য ৫ জন, বর্তমানে পরিবারে বড় মেয়ে ৭ম শ্রেণীতে অধ্যায়নরত রয়েছে, ছোট মেয়ে ৪র্থ শ্রেনীতে অধ্যায়নরত রয়েছে। এবং সর্ব শেষ ছোট ছেলের ১ম শ্রেনীতে অধ্যায়নরত রয়েছে।

আজিজা বেগম নিজে সংসারের কিছু কাজ করেন। স্বামী কাইছার হামিদ পরিবারে একমাত্র আয়ের উৎস। আমাদের প্রতি মাসের ন্যায় নয়া পাড়া গ্রামের স্বাস্থ্য পরিদর্শক সাবেকুননাহার খানা পরিদর্শনে গেলে দেখা যায় আজিজা বেগম নাকের সমস্যা নিয়ে প্রায় দেখা হলে কথা বলতো কখন আমাদের নাকের ডাক্তার আসবে। নাকের সমস্যা নিয়ে আজিজা বেগম প্রায় সময় অসুস্থ থাকেন। এটা নিয়ে তিনি কোন ভালো প্রকার চিকিৎসা ছাড়া অবহেলা করে, নাকের ডাক্তার দেখানোর জন্য অপেক্ষা করে। আজিজা বেগম থেকে জানতে চাইলে তিনি জানান তিনি প্রায় ১মাস যাবৎ উক্ত সমস্যায় ভোগছেন, তিনি স্থানীয় ঔষুধ এর দোকানে থেকে নিজে প্যারাসিট্যমল, স্বরর্দির ঔষুধ নিয়ে সেবন করে, তাহার পরিবারের এমন অবস্থা যে বর্তমানে ভাল ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য কোথাও নিয়ে জাওয়ার তেমন সামর্থ না থাকায় নাকের ডাক্তারের অপেক্ষায় তাকেন। তাছাড়াও একমাত্র স্বামীর আয়ের উপরে সংসারের যাবতীয় খরচ বহন করতে হয়।

এভাবে আজিজা বেগম এর শারীরিক কোন উন্নতি না হলে, অভাবের সংসারে নিত্যদিনের খরচ মিঠিয়ে ভালো কোন ডাক্তার না পেরে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন নিজে এবং স্বামী। এই সময় কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচির ৭নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য পরিদর্শক- সাবেকুননাহার- তাহাকে আমাদের কোস্ট ফাউন্ডেশন (এম,বি.বি,এস) চিকিৎসকের দ্বারা পরিচালিত নাক,কান ও গলা এবং মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য ক্যাম্পে ইউনিয়ন পরিষদে নিয়ে যাওয়ার পরার্মশ দেন। পরার্মশ অনুযায়ী আজিজা বেগম নিজে ৩০.০৩.২০২২ ইং তারিখ নাক, কান ও গলা এবং মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য ক্যাম্পে যায়। যাওয়ার পর কর্তব্যরত গাইনী বিষয়ক চিকিৎসক ডা: জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী- তার শ্বারীরিক অবস্থা দেখে কিছু ঔষুধ ও পরার্মশ মূলক সেবা প্রদান করেন, পাশাপাশি কিছু পরিক্ষা করার পরার্মশ দেন। পরিক্ষা করে ২দিন পরে আবার দেখা করতে বলেন। গত ২৪/০৪/২০২২ ইং তারিখ তাদের এলাকায় খানা পরিদর্শন করতে গিয়ে, অসুস্থ শারীরিক অবস্থার খবর নিয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান, তাহাকে ডাক্তার যে পরিক্ষা দিয়েছে, পরিক্ষা কুতুবদিয়া মেডিকেল হাসপাতালে ডা: জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীকে দেখালে তার শারীরিক কিছু সমস্যা পাওয়া যায়। উক্ত সমস্যার জন্য ডাক্তার আজিজা বেগমকে কিছু ঔষুধ ও পরার্মশ দেয়।

ছবি সংগ্রহে: মো: দিদারুল ইসলাম- তারিখ: ৩০/০৩/২০২২ ইং

তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ি নিয়মিত ঔষুধ সেবনে অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন বলে জানান। চিকিৎসা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে খুব সহজে এই সেবা নিতে পেরে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতি এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শক সাবেকুননাহারের প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করে।

প্রকাশনা তৈরিতে যারা তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও ধূরুং শাখার সকল সহকর্মী যারা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ, আরো তথ্য প্রদানে আপনাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে । আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন যে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য, সমৃদ্ধি টিমের পক্ষে ।
মো: দিদারুল ইসলাম, সমৃদ্ধি-কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোবাইল- ০১৭১৩-৩৬৭৪৪২, কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যালয়- ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়ন পরিষদ,৩য় তলা, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।

didarmd@coastbd.net, web- www.coastbd.net **COAST Has Special Consultative Status With UN ECOSOC**